আলী আজম স্কুল-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ঐতিহ্যবাহী আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় একটি প্রাচীনতম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ফেনী জেলার, ফুলগাজী উপজেলার অন্তর্গত মুন্সীরহাট বাজার সংলগ্ন ২নং দরবারপুর ইউনিয়নের উত্তর শ্রীপুর গ্রামে ২.৪১ একর জমিতে পহেলা জানুয়ারী ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি ১৮৯৮ ইং সনে উত্তর শ্রীপুর গ্রামের জনাব এমদাদ আলী পন্ডিত কর্তৃক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রুপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কিছু দিন পর জনাব মুন্সী আবদুল গনি ও বাবু অভয় চরণ দত্ত কর্তৃক একই গ্রামে অপর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। ১৯০৬ ইং সনে বর্তমান বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সে আমলের দানবীর শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবক খান সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরী এলাকা বাসীর সম্মতিতে ২ টি বিদ্যালয়কে একত্রিত করে বর্তমান স্থানে উত্তর শ্রীপুর গ্রামে তার পিতা মরহুম আলী আজম চৌধুরীর নামে প্রথমে আলী আজম মধ্য বাংলা স্কুল ও পরে আলী আজম মধ্য ইংরেজী স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৬ ইং সনে আলী আজম মাইনর স্কুল হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৫ ইং সনের ১১ই আগষ্ট রেফারেন্স নং ১৪৭৩ ও ১৯৪৭ ইং সনের ৫ই আগষ্ট রেফারেন্স নং ১৩১৫ এর মাধ্যমে আলী আজম হাই স্কুল হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। সর্বশেষ পরবর্তীতে বিদ্যালয়টিকে মান উন্নীত করে উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক ও ব্যাবসায় শিক্ষা) শ্রেণী চালু করে এবং কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং কলেজ শাখা ২০০০ সালের মে মাসে ১ম এম পি ও ভূক্তি হয়।গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব এর কার্যক্রমের আওতায় অত্র প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপিত এবং কার্যক্রম শুরু হয়।

অত্র বিদ্যালয়ের ০৪ টি পাকা ভবন, ২টি দ্বিতল, ১ টি ৩ তলা , ১টি আদা পাকা দ্বিতল, জমির পরিমান- ২.৪১ একর, স্কাউট গাইড- ৩২ জন, শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ২৫ জন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলা-ধুলা ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও স্কুলের নিজস্ব সু বিশাল খেলার মাঠ, বাগান, শহিদ মিনার ও কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞানাগার কক্ষ এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম রয়েছে। এছাড়াও দক্ষ অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও গভঃবডী সদস্যবৃন্দদের সমন্বয়ে আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ পরিচালিত হয়ে আসছে।

বর্তমানে এর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় দুই হাজার অধিক। দেশের অন্যতম প্রাচীন এ বিদ্যাপীঠ রাখছে জেলা উপজেলায় জাতীয় দিবসে প্যারেড ও ডিসপ্লে প্রথম স্থান অর্জনসহ উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং সরকারি বেসরকারি বৃত্তি সহ শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যে অনন্য স্বাক্ষর। বর্তমানে J.S.C ও S.S.C বোর্ড পরীক্ষা আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

জন্মলগ্ন থেকেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রে গৌরবের শীর্ষে অবস্থান করে, যা অদ্যাবধি সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সংগঠন "আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন" নামে ২০২০ ইং সনে স্থাপিত হয়, অতঃপর এই সংগঠনের সার্বীক সহযোগিতায় ১০০ শতবর্ষ অনুষ্ঠান উৎযাপিত হয়।

শতবর্ষ উর্ধো এই বিদ্যালয় বিভিন্ন সময় জ্ঞানী-গুণী, কৃতিত্বপূর্ন ব্যাক্তিবর্গ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সচিব, ব্যবসায়ী, সামরিক ও বেসামরিক পরযায় কর্মরত অনেক উর্দ্ধতন কর্মকর্তা। যারা এই স্কুল ও কলেজ থেকে লেখাপড়া শিখে এই স্কুলকে করেছে ধন্য। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার প্রবাদপুরুষ সাংবাদিক আবদুস সালাম, বর্ষিয়ান সাংবাদিক এবিএম মুসা, উপ সেক্টর কমান্ডার জাফর ইমাম বীর বিক্রম সহ আরো অনেকে...এ বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র।

সৌজন্যে-

আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন

UNIVERSITY OF
Calcutta

No. 13/5
Fee. 1473

Senate House,
The 5th August, 1942.

From

The Registrar,
Calcutta University.

To

The Secretary,
[illegible] School
[illegible] Institution.
P.O. Nizamghat
Dist. [illegible]

Sir,

I have the honour, by direction of the Vice-Chancellor, to inform you that your school has been granted an extension of recognition up to Nov 1945 Decem[illegible] a liberty to present candidates at the Matriculation examination up to 195[illegible] and that the conditions laid down should be fulfilled, and the fact reported to the University by December, 1917.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,

The Registrar.